

জানা অজানা

বুদ্ধিমান কম্পিউটারের খোঁজে



টেলিভিশনকে একসময় বলা হতো বোকা বাকসো। টিভি সেন্টার থেকে চালিয়ে দেওয়া কতগুলো বুলিই শুধু টিভিতে শোনা যায়। সে হিসেবে একে বোকা বাকসো বলাই যায়। কম্পিউটারকে সে হিসেবে বলা যায় বুদ্ধিমান বাকসো। কিন্তু কতটা বুদ্ধিমান? এই প্রশ্ন কম্পিউটারকে শুনতে হচ্ছে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই, যখন কেবল কম্পিউটারের বিকাশ হতে শুরু করেছে।

কম্পিউটার তার তেলেসমাচি কাণ্ড দেখানোর অনেক আগে থেকেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। অ্যালান টুরিং দিয়েছেন টুরিং টেস্টের ধারণা। সেই ধারণা নির্ধারণ করে দিয়েছে বুদ্ধিমানের পরিমাপ। মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে হলে প্রথম অনেকগুলো বাধা পেরোতে হবে কম্পিউটারকে। তার মধ্যে একটা ছিল দাবা খেলা। দাবা খেলতে পারে এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম বেরোতে সময় লাগেনি। টুরিংয়ের ইমিটেশন গেম পেপার প্রকাশের পর খুব বেশি দিন লাগেনি। ১৯৫২ সালেই লেখা হয়েছিল দাবার প্রোগ্রাম। অবশ্য সেই প্রোগ্রাম এখনকার তুলনায় নেয়াত শিশুই।

দিনে দিনে কম্পিউটার যত এগিয়েছে, দাবার প্রোগ্রামের দক্ষতাও তত এগিয়েছে। অনেকবারই কম্পিউটারকে মানুষের বুদ্ধিমানের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছে দাবা দিয়েই। যেমন ১৯৮৫ সালে ৩২টা কম্পিউটারকে বসিয়ে দেওয়া হলো বিখ্যাত দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভের সামনে। তখন কাসপারভের ক্যারিয়ারের উত্থান-পর্ব। ৩২টা কম্পিউটারের সঙ্গে তিনি দাবা খেললেন একই সঙ্গে। এবং প্রতিটি গেম জিতে গেলেন। অবাক কাণ্ড, কেউ তখন অবাক হয়নি।

১০ বছর পর আবার কাসপারভ মুখোমুখি হলেন আইবিএমের ডিপ ব্লু। তিন গেমের খেলায় এবারও জিতলেন কাসপারভ। এবার কিন্তু অবাক হলো অনেকেই। কারণ ডিপ ব্লুর দক্ষতা অনেক অনেক বেশি ছিল। অনেকেই তখন বলেছে, বেঁচে গেলে মানব সভ্যতা কম্পিউটারের চেয়ে বুদ্ধিতে আমরা এখনো এগিয়ে। বলা বাহুল্য, আইবিএম তাতে খুশি হয়নি। তারা ডিপ ব্লু মেশিনকে আরও উন্নত, দাবা খেলায় আরও দক্ষ করে তুলল। আরেকটা ম্যাচের প্রস্তাব করল, ১৯৯৭ সালে। এবার মানুষের আগ্রহ আরও অনেক বেশি। ১২ বছর ধরে কাসপারভ একরকম অজয়। কোনো টুর্নামেন্টেই হারেন না। তাই দাবার দুনিয়ার লোক চাইছিল তিনি হেরেই যান। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইচ্ছাই ছিল কাসপারভ জিতুন। বেঁচে যাক মানবতা। কিন্তু তাঁকে হারাতেই হলো। তিন ম্যাচের একটা জেতেন কাসপারভ, বাকি দুটি জেতে ডিপ ব্লু।

এরপর যত সময় এগিয়েছে, কম্পিউটার হয়েছে তত শক্তিশালী, অনেক বুদ্ধিমান। এই ২০১৮ সালে এসে দাবা খেলায় কম্পিউটারকে হারানো কোনো মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একালের সেরা দাবাড়ু মাগনাস। তিনি হয়তো খুব ভালো খেললে বড়জোর ড্র করতে পারেন একালের সেরা দাবাড়ু কম্পিউটারের সঙ্গে। একটা প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কম্পিউটার কি কখনো এমন হবে, প্রথম চালের পরই বলে দেবে এই

পর্ব ১

ম্যাচ এভাবে শেষ হবে? অনেকের মতে, সেই পর্যায়ে যেতে কম্পিউটারের বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। কারণ দাবার সম্ভাব্য গেমের সংখ্যা ১০৪০। ১-এর পরে ৪০টি শূন্য দিলে যে বিশাল সংখ্যা হয়, তা হিসাব করা এখনকার কম্পিউটারের সাধের বাইরে। যদিও কম্পিউটার অনেক অনেক বেশি হিসাব করতে পারে, প্রতি সেকেন্ডে ৭ কোটি বা তারও বেশি চালা। তারপরও কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কম্পিউটার অহেতুক অনেক কিছু হিসাব করে, যেগুলোর প্রয়োজন নেই। কম্পিউটার মানুষের বলে দেওয়া ফন্টলা মেনে হিসাব করতে থাকে। এই জয়গায় মানুষ ব্যবহার করে ইনটিউশন বা প্রজ্ঞা। আমাদের মস্তিষ্কের গঠনটাই আসলে এ কাজে সাহায্য করে। কোথেকে কী ম্যাজিকের মতো হাজার হয়, অনেক সময় বোঝাই কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই অনেকেই কম্পিউটারকে বুদ্ধিমান বলতে নারাজ। কারণ সে তো শুধু কতগুলো আশে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু তাই-ই কি সত্য? কম্পিউটার কি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর বা কতগুলো আদেশই অনুসরণ করে? মনে হয় না। এখন সম্ভবত শুরু হয়ে গেছে কম্পিউটারের বুদ্ধির নতুন যুগ। এখন কম্পিউটার কতগুলো ইনস্ট্রাকশনের বাইরেও কিছু করতে পারে। আসলে ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে যে এখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের সবচেয়ে জনপ্রিয় শব্দগুলো এর বুদ্ধিমানকে ঘিরে আর্টফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারগুলো কেমন?

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে মেশিন লার্নিংয়ে কম্পিউটারকে কতগুলো রুল বা সূত্র বলে দেওয়া হয়, কোনটা হলে কী করতে হবে, কী হলে কোনটা বাদ দিতে হবে ইত্যাদি। এর জন্য লাইনের পর লাইন কোড লিখতে হয়। অনেক সময় সেই কোডের আকার গিয়ে দাঁড়ায় কয়েক লাখেও। যেমন উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সফটওয়্যারের কোড আছে অন্তত পাঁচ কোটি লাইন। এত বড় কোড যে শুধু লিখতে হয়েছে তা নয়, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে নিয়মিত এই কোড চালাতে হয়। এত বিশাল কোড রান করতে দরকার সময়, শক্তি দুটিই। আবার দাবা খেলায় ফেরা যাক। ধরা যাক, দাবা খেলার জন্য একটা ইঞ্জিন বানাতে চাই। তাহলে আমাদের এমন ডিভিউগতির একটা প্রোগ্রাম বানাতে হবে, যেটা প্রতিটি চালের বিপরীতে লাখ লাখ সম্ভাবনা চেক করে দেখবে। সব সম্ভাবনা যাতে চেক করে দেখে, সে জন্যও আমাদের কোড লিখতে হবে। এত এত কোড লেখা যেমন কঠিন, চালানো তার চেয়ে কঠিন। কিন্তু এমন কিছু যদি করা যেত। আমরা প্রতিটি রুল কম্পিউটারকে শোখাব না। বরং কম্পিউটারকে রুল বানানো শোখাব, তাহলে কেমন হয়? সে কাজটাই করা হয় মেশিন লার্নিংয়ে। এই পদ্ধতিতেই কম্পিউটার শেখে। কম্পিউটার নিজেই যেহেতু নতুন কিছু

ঐতিহাসিক ঃ শিশুদের জন্য বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া টিকা

সাব-সাহারান আফ্রিকা-সহ বিশ্বের যে সব এলাকায় ম্যালেরিয়ার মাঝারি থেকে উচ্চ পর্যায়ে সংক্রমণ হয়, সেখানে বৃহদাকারে ব্যবহার করা যাবে এই টিকা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। ‘ঐতিহাসিক দিন’। শিশুদের জন্য বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া টিকা (RTS-S/AS01) ব্যবহারের অনুমোদন দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ছ)। বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তরফে সেই সিদ্ধান্তকে ‘বিজ্ঞান, শিশুদের স্বাস্থ্য এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের’ জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যে মশাবাহিত রোগে প্রতি বছর চার লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। ২০১৯ সাল থেকে ঘানা, কেনিয়া এবং মালান্ডিই যে পরীক্ষামূলকভাবে যে কর্মসূচি চলছিল, তার ফলাফল পর্যবেক্ষণের পর আরটিএসএস/এএস০১ টিকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত

দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সেই ‘পাইলট প্রজেক্টের’ আওতায় ২০ লাখের বেশি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছে। যে টিকা ১৯৮৭ সালে প্রথম তৈরি করছিল ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জিএসকে। এমনিতে ব্যাকটেরিয়াকে দমন করতে প্রচুর টিকা আছে। কিন্তু এই প্রথম বৃহদাকারে “হিউম্যান প্যারাসাইট”-র (মানবদেহে বিস্তারকারী প্যারাসাইট) টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে হ। একটি বিবৃতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সাব-সাহারান আফ্রিকা-সহ বিশ্বের যে সব এলাকায় ম্যালেরিয়ার মাঝারি থেকে উচ্চ পর্যায়ের সংক্রমণ হয়, সেখানে বৃহদাকারে ব্যবহার করা যাবে আরটিএস,



এস/এএস০১ টিকা। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরিশ্রেক্ষিতে ছয়ের বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া কর্মসূচির অধিকর্তা পেন্দ্রো অ্যালান্দো বলেছেন, “বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যুগান্তকারী বিষয়।” বিশেষত যে ম্যালেরিয়ার কারণে বিশ্বে প্রতি দু’মিনিটে একটি করে শিশুর মৃত্যু হয়। তবে সেই ঐতিহাসিক দিনে সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হল অর্থের

জোগান। যাতে সেই ম্যালেরিয়া টিকা আফ্রিকার শিশুদের কাছে পৌঁছে যায়। যে আফ্রিকায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের টিকা সংক্রান্ত বিভাগের অধিকর্তা কেট ও’ব্রায়েন বলেছেন, ‘এটাই পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে। তারপর আমরা টিকার স্কেলিংয়ের বিষয়টি নির্ধারণ করব। ক্লেথায় টিকা সবথেকে বেশি কার্যকরী হবে এবং কীভাবে তা প্রদান করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

আরএসএস’র গড় নাগপুরের উপনির্বাচনে জয় কংগ্রেসের

নাগপুর, ৬ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ির লোকসভা কেন্দ্র নাগপুর। এই নাগপুর আবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিসের নির্বাচনি ক্ষেত্রও। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দফতরও এই নাগপুরেই। আর সেখানেই কি না জেলা পরিষদের উপনির্বাচনে মুখথুবড়ে পড়ল বিজেপি। জয়জয়কার কংগ্রেস জেটের। বিভিন্ন কারণে নাগপুরের ১৬টি জেলা পরিষদের আসন ফাঁকা হয়েছিল। এই আসনগুলিতে সম্প্রতি নির্বাচন হয়। এর মধ্যে ৯টি আসনই জিতেছে কংগ্রেস। এনসিপির দখলে গিয়েছে ৩টি। বিজেপি জিতেছে মাত্র ২টি আসন। একটি করে আসন জিতেছে স্থানীয় দুটি দল। শিবসেনা এখানে কোনও আসন জেতেনি। নাগপুরে পঞ্চায়েত সমিতির ৩১ আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে ২১টি। বিজেপির দখলে গিয়েছে ৬টি। এনসিপির দখলে গিয়েছে ২টি

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

খেরি কৃষক হত্যাকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। লখিমপুর-কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার ওই মামলা শুনবেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এনভি রামায়া। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলে আশিস মিশ্রের গাড়ির ধাক্কায় লখিমপুরের চার কৃষকের মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে উত্তাল উত্তরপ্রদেশ-সহ গোটা দেশের রাজনীতি। ওই ঘটনায় ওই চার কৃষক-সহ মোট আট জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গাড়ির ধাক্কায় বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। হাইকোর্টের এক

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যোগী সরকার। এই পরিস্থিতিতে লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে স্বতঃ প্রণোদিত মামলা দায়ের হল শীর্ষ আদালতে। গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অন্য মাত্রা পেয়েছে লখিমপুর-কাণ্ড। মন্ত্রী অজয় দাবি করেছেন। লখিমপুর খেরিতে যে গাড়ির ধাক্কায় চার কৃষকের মৃত্যু হয়েছে, তাতে ছিলেন না তাঁর ছেলে আশিস। এই নিয়ে বিতর্কের মাঝেই সংবাদমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রবিবারের ঘটনার পরে রাস্তার মধ্যেই রক্তাক্ত এক যুবককে জিঙ্গসবাদ করছে পুলিশ। কনভয়ের মধ্যে একটি

● এরপর দুইয়ের পাঠায়



নাম জড়ালেও মন্ত্রিত্ব যাচ্ছে না অজয় মিশ্রের!

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষক মৃত্যুর ঘটনায় নাম জড়ানোর পরও পদ খোয়াতে হচ্ছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রকে। অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রে এমনটাই দাবি। বৃথাবারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন অজয় মিশ্র। শাহ সাক্ষাতের আগে তিনি নিজেও দাবি করেছেন, তাঁর ইন্তফা দেওয়ার কোনও প্রস্তুতি নেই। লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বৃথবার দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দফতরে পৌঁছন অজয় মিশ্র। তাঁকে তলব করা হয়েছিল, নাকি তিনি নিজেই এসেছিলেন সেটা স্পষ্ট নয়। তবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে তাঁর লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে বেশ

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

সবচেয়ে দামি জল খান নীতা

মুম্বাই, ৬ অক্টোবর।। বিরাট কোহলী যে জল খান সেই জলের দাম কত? ক্রীড়াপ্রেমীরা তো বটেই, ‘ভিক্টে’-র ভক্তরাও তা হয়তো জানেন। কিন্তু রিায়ায়াস কর্তা মুকেশ আশ্বানীর স্ত্রী নীতা আশ্বানী যে পানীয় জল খান, তার দাম শুনলে হতবাকই হবেন। দাবি করা হয়, নীতা নাকি বিশ্বের

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

পার্লারে না গিয়ে, মসুর ডাল দিয়ে ঘরেই করুন রূপচর্চা



মিশ্রণ নিয়ে মুখ ভালো করে ঘষে নিন। তবে অবশ্যই আলতো হাতে। এতে মুখে জমে থাকা সমস্ত মৃত কোষ দূর হবে। আপনার ত্বকেও আসবে জেমা।

২) ট্যান পড়ে গিয়েছে বলে চিন্তিত? এক্ষেত্রেও আপনার মুশকিল আসান করবে মসুর ডাল। তিন টেবিল চামচ মসুর ডাল বাটা, তিন টেবিল চামচ

ক্যানসারে আক্রান্ত ছেলে যন্ত্রণায় কাতর, সহিতে না পেরে খুন করলেন বাবা

চেন্নাই, ৬ অক্টোবর।। ১৪ বছরের ছোট্ট ছেলেটা একদম মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর। হাড়ের ক্যানসারের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল প্রতিনিয়ত। সন্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা আর সহিতে পারছিলেন না বাবা। অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। মৃত্যুপথযাত্রী কিশোরের উপরে প্রয়োগ করা হল ইউথেনেশিয়া। তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় মরণাপন্ন ছেলেকে প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দেওয়ার অতৃপূর্ব অভিযোগে গ্রেফতার করা হল ছেলেটির বাবা-সহ তিনজনকে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত পেরিয়াসামির ছেলে ভান্নামাজিহান গত এক বছর ধরেই ভুগছিল হাড়ের ক্যানসারে। যত সময় এগোচ্ছিল ততই বাড়ছিল তার যন্ত্রণা। প্রতিনিয়ত ছেলেকে চোখের সামনে তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখছিলেন পেরিয়াসামি। এরপরই তিনি দ্বারস্থ হন ভেক্টেসান নামের এক ল্যাব মালিকের। তাঁকে অনুরোধ করেন, ছেলেটির চিরযন্ত্রণা নিবারণে যেন সাহায্য করেন তিনি। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এরপর তাঁরা দু’জন প্রভু নামের এক চিকিৎসাকর্মীর কাছে যান। তাঁদের আর্জি মেনেই শুধু পেরিয়াসামির বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলেকে ইঞ্জেকশন দেন। অবশেষে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে ছোট্ট ছেলেটি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে প্রভু কনকোচিনের তিনটি ডোজ ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন ওই কিশোরকে। এরপরই ওভারডোজ হয়ে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংবিধানের ১০৯ ধারায় মৃত্যুর প্ররোচনার অভিযোগের মামলা রুজু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ‘ইউথেনেশিয়া’ শব্দটি গ্রিক শব্দ ‘ইউ’ এবং ‘থানাটোস’ থেকে এসেছে। ‘ইউ’ অর্থ সহজ এবং ‘থানাটোস’ বোঝায় মৃত্যুকে। সেই হিসেবে ‘ইউথেনেশিয়া’ কথাটির অর্থ সহজ মৃত্যু। কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুযন্ত্রণার অসহনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে তাঁর প্রাণনাশে সহায়তা করার পদ্ধতিকে এই নামে ডাকা হয়। সারা পৃথিবীতেই এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এর মধ্যেই তামিলনাড়ুতে এই মর্মপশী ঘটনা ঘটল।

রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছেই

লখনউ, ৬ অক্টোবর।। লখিমপুর খেরি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা কমার নাম নেই। মঙ্গলবার পুলিশের চোখে ঘটা দিয়ে তৃণমূলর সাংসদরা রাজনৈতিক দলগুলিকে লখিমপুর যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। কিন্তু কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সেখানে যাওয়া নিয়ে সমস্যা দানা বাঁধে। লখনউ বিমানবন্দরে নামার পর রাহুল ও তাঁর দুই সঙ্গীকে বেরোতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। বলা হয়, উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে তাদের যাওয়াতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি গাড়ি নিতে অস্বীকার করেন রাহুল। তিনি বলেন, “আমরা কী ভাবে বাধা তা উত্তরপ্রদেশ সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। আমি আমার গাড়িতেই যাব।” এর পর রাহুলকে বিমানবন্দর থেকে বেরোতে বাধা দেওয়া হয় বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। যদিও

যোগীরাজের পুলিশ প্রশাসন সেই দাবি মানতে চায়নি। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ রাহুল সীতাপুরের দিকে রওনা দেন। সীতাপুরের অভিজিৎ নিবাস থেকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে নিয়ে রাহুল ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ স্ট্রীয়ার সঙ্গে লখিমপুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। লখিমপুরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা সচিন পাইলটের। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লখিমপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়া সচিন ও আচার্য প্রমোদকে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে আটক করা হয়েছে। আশ্ব আদমি টাটক (আপ)-র একটি প্রতিনিধি দল বৃথবার লখিমপুর খেরিতে গিয়ে মুখ কৃষকদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে। টেলিফোনে সরবদ

কংগ্রেসের নেতা পারাগৎ সিংহ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ১০ হাজার গাড়ির কনভয় নিয়ে লখিমপুরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। একই দিনে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও লখিমপুর যাবেন বলে খবর। অন্য দিকে, কেন তৃণমূলকে লখিমপুর ঢুকতে দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। কলকাতা থেকে তার জবাব দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, “পুলিশ তৃণমূলকেও ঢুকতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। কংগ্রেস না করতো পারেনি।” কৃষক নেতা রাকেশ টিকারয়েত ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি ও তাঁর ছেলেকে দ্রুত গ্রেফতার না করা হলে বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধা হবেন কৃষকরা।



আহমেদাবাদে চলছে নবরাত্রির প্রস্তুতি। চিরাচরিত প্রথায পরম্পরা উৎসব যেন অপেক্ষা করছে।

লাইফ স্টাইল

পার্লারে না গিয়ে, মসুর ডাল দিয়ে ঘরেই করুন রূপচর্চা

দেখতে দেখতে চলে এল মহালায়া। মানে কড়া নেড়ে গেল বাঙালির বিশেষ উৎসব দুর্গাপূজা! আর দিন কয়েক পর থেকেই ভিড় জমবে প্যাভিলে, বন্ধুর বাড়িতে কিবা শপিং মলের ফুড কোর্টে। অনেকেই আছেন যাঁরা কাজের চাপে পার্লার মুখো হওয়ার সময় পাননি। ফলে সারা বছর অযত্নে থাকে ত্বকে পড়ছে কালচে ভাব। কারও আবার ট্যানিং-র সমস্যা। এই শেষ মুহূর্তে ত্বকের হাল ফেরাতে ভরসা রাখতে পারেন মসুর ডালো। মা-দিদিমাদের টোটকায় ত্বক

চর্চায় মসুর ডালের জুরি মেলা ভার। মুখের ট্যান দূর করা থেকে মুখের বাড়তি রোম কমানো বা ত্বক এক্সফোলিয়েট করতে ব্যবহার করতে পারেন মসুর ডাল। আপনার জন্য রইল মসুর ডাল দিয়ে রূপচর্চা করার সহজ কয়েকটি হদিশ। সবক্ষেত্রেই মসুর ডাল ভালো করে ধুয়ে সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সকালে আরও একবার ধুয়ে পরিষ্কার শিল-নোড়া বা মিল্লিতে বেটে নিন। ১) মসুর ডাল বাটা নিন হাফ কাপ। এবার তাতে গুঁড়া দুধ মেশান দু’চামচ। এবার সেই

মিশ্রণ নিয়ে মুখ ভালো করে ঘষে নিন। তবে অবশ্যই আলতো হাতে। এতে মুখে জমে থাকা সমস্ত মৃত কোষ দূর হবে। আপনার ত্বকেও আসবে জেমা।

২) ট্যান পড়ে গিয়েছে বলে চিন্তিত? এক্ষেত্রেও আপনার মুশকিল আসান করবে মসুর ডাল। তিন টেবিল চামচ মসুর ডাল বাটা, তিন টেবিল চামচ

টক দই আর একই পরিমাণ বেসন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তারপর তা মুখে লাগান। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন মিনিট ১৫। তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ৩) যদিও এটা পুজোর আগে করলে সাথে সাথেই উপকার পাবেন না! তবে, যেনে চললে মাসখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারবেন ফলাফল। টাটকের উপরে বা গালে অব্যাহতি রোমের জন্য লজ্জায় পড়তে হয় অনেককেই। মসুর ডালের নিয়মিত ব্যবহারে তা কমিয়ে ফেলতে পারেন অনায়াসে। এক

চামচাম মসুর ডাল বাটার সঙ্গে এক চা চামচ বেসন, এক চা চামচ চালের গুঁড়া আর কয়েক ফোঁটা আমল্ড অয়েল মিশিয়ে একটা মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তারপর তা খোয়া মুখে লাগান। পুরাপুরি শুকিয়ে গেলে রগড়ে রগড়ে তুলে ফেলুন। কিছুদিন করলেই দেখবেন রোমের গ্রোথ কমতে শুরু করেছে। ৪) মসুর ডাল বাটার সঙ্গে মধু মিশিয়েও মুখে লাগাতে পারেন। বিশেষ করে যাদের ড্রাই স্কিন। মধু ত্বককে নরম ও আদ্র রাখবে। আর মসুর ডাল নিয়ে আসবে ঔজ্জ্বল্য ও সতেজ ভাব।

— ক্রমশঃ